

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
বরিশাল বিভাগ
ক্লাব রোড, বরিশাল

জরুরি

www.food.barisaldiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.০৬৮.১৮.৬৪২

তারিখ: ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

১৯ মে ২০২০

বিষয়: প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মোকাবেলায় সতর্কীকরণ সম্পর্কিত পুনঃ নির্দেশনা।

সূত্র: অত্র দপ্তরের ১৮/০৫/২০২০ তারিখের ৬৩২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ক্রমিক নম্বর ২৪(চক্রিশ), তারিখ ১৯.০৫.২০২০ মোতাবেক পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন 'আম্পান' উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ১৯ মে ২০২০ শেষরাত হতে ২০ মে ২০২০ বিকাল/সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এ ঘূর্ণিঝড়ে ৫-১০ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হতে পারে; এর জন্য মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বরিশাল অঞ্চলের খাদ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে সূত্রস্থ স্মারকের নির্দেশনার পাশাপাশি নিম্নের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো-

(১) মজুদ খাদ্যশস্য নিরাপদ রাখার স্বার্থে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকি আছে এ ধরনের গুদাম সমূহে দুত জমাট বাধতে সক্ষম এমন সিমেন্ট দিয়ে ৮-১০ ফুট উচ্চতার শক্ত পানি রোধক দেওয়াল (Baffle Wall) তৈরি করতে হবে। নির্মিত দেওয়াল যাতে কোনভাবে ভেঙে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে; যথোপযুক্ত মজবুত দেওয়াল না হওয়ার কারণে ভেঙে পড়লে দায়ভার সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে;

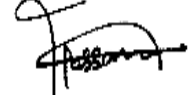
(২) জলোচ্ছ্বাস হলে বিভিন্ন ছিদ্র/ফাঁকা জায়গা দিয়ে গুদামে পানি প্রবেশ করতে পারে। সে পানি দুত সেচে ফেলা/অপসারণের জন্য প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ এলএসডিতে অন্ততঃ একটি করে পাম্প মেশিন প্রস্তুত রাখতে হবে;

(৩) জলোচ্ছ্বাস হলে খামাল উচুকরণসহ খামালকৃত খাদ্যশস্য স্থানান্তরের কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক প্রস্তুত রাখতে হবে;

(৪) বিভিন্ন এলএসডি/সিএসডি ঘাটে আগত/অবস্থানরত খাদ্যশস্যবাহী নৌযানসমূহে অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করে অতি দ্রুততার সাথে খালাস সম্পন্ন করতে হবে। খালাস কাজে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তাও গ্রহণের প্রয়োজন হলে তা নিতে বলা হলো। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় মহোদয়গণ বারংবার নির্দেশনা দিচ্ছেন। একান্তই খালাস সম্ভব না হলে খাদ্যশস্যবাহী নৌযানসমূহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিয়ে নৌযানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

(৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/এসএন্ডএমও/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে দুর্যোগ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করতে হবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে মজুদ খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে অত্র দপ্তরের কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন নম্বর ০৪৩১-৬৪২৯৩ অথবা নিম্নস্বাক্ষরকারীর মোবাইল নম্বর ০১৯২১-১৭৭৫৫৪ তে যোগাযোগ করতে বলা হলো।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হলো। কারো দায়িত্বে অবহেলার কারণে সরকারি খাদ্যশস্যের ক্ষয়ক্ষতি হলে এর দায়ভার সংশ্লিষ্টদেরই বহন করতে হবে।



১৯-৫-২০২০

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

ইমেইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,

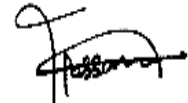
বরিশাল/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/ভোলা/পটুয়াখালী/বরগুনা এবং
ব্যবস্থাপক, বরিশাল সিএসডি, বরিশাল।

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.০৬৮.১৮.৬৪২/১(৬)

তারিখ: ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১৯ মে ২০২০

সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
- ২) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
- ৩) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
- ৪) সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ঝালকাঠি গ্রেড-১ এলএসডি, ঝালকাঠি
- ৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল) এলএসডি
- ৬) মজুদ শাখা, অত্র দপ্তর



১৯-৫-২০২০

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক